মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্মৃতিস্তম্ভ, গোয়ালচামট, ফরিদপুর

১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বরে ফরিদপুর জেলা শত্রুমুক্ত হয়। ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় চার্লি সেক্টরের অধীনে ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর অঞ্চলের মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার ব্রজেন্দ্রনাথ ফরিদপুরে আসেন।স্থানীয় ময়েজ মঞ্জিলে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকর্তারা বেলা ১১টায় সমবেত হন। এসময় পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার ভারতীয় ব্রিগেডিয়ারের হাতে অস্ত্র তুলে দেন। এরপর পাকিস্তানি সেনারা একে একে অস্ত্রসমর্পণ করে।পরে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে বিজয়ের উল্লাস করেন। এই স্মরণে গোয়ালচামটে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

ঈশান জমিদার বাড়ির বধ্যভূমি, ঈশান গোপালপুর, ফরিদপুর সদর-১

১৯৭১ সালের ২ রা মে ফরিদপুর সদর উপজেলার জমিদার রায় সাহেব ঈশান চন্দ্র সরকারের বাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনী এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটিইয়েছিলো। জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া ২৮জন ব্যক্তিকে এক এক করে হত্যা করা হয় সেদিন।

যেভাবে যাবেনঃ ফরিদপুর সদর উপজেলার রাজবাড়ি রাস্তার মোড় থেকে ঢাকা মহাসড়কের দিকে সোজা চলে আসবেন ধুলদি স্ট্যান্ড, ডান দিকে ধুলদি বাজারের ভেতর দিয়ে চলে যাবেন সরাসরি ঈশান গোপালপুর বাজার, সেখানে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বাড়ির পথ দেখিয়ে দিবে।

ঈশান জমিদার বাড়ির বধ্যভূমি, ঈশান গোপালপুর, ফরিদপুর সদর-২

২রা মে প্রথম পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ চালায় ঈশান গোপালপুর জমিদার বাড়িতে। সেখানে আশ্রয় নেয়া ২৮ জন নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করা হয়।

গোয়ালচামট শ্রী অঙ্গণ বধ্যভূমি, ফরিদপুর সদর

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ২১ এপ্রিল গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এদিন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টদের কাছে গণহত্যা বন্ধের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান। এদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গন মঠের বাঙালি হিন্দু সন্ন্যাসীদের উপর চালিয়েছিল নারকীয় গণহত্যা।

বাকচর বধ্য ভূমি, মাচ্চর, ফরিদপুর সদর-১

ফরিদপুর সদর উপজেলার মাচ্চর ইউনিয়নের বাকচর গ্রামে ১১ জন নিরীহ মানুষকে বাড়ি থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। পরে মরদেহগুলোকে রাস্তার পাশে এনে মাটি চাপা দেয় এলাকাবাসী।

বাকচর বধ্য ভূমি, মাচ্চর, ফরিদপুর সদর-২

শেখ জামাল স্টেডিয়াম বধ্যভূমি, ফরিদপুর সদর

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ফরিদপুর স্টেডিয়ামে (বর্তমানে শেখ জামাল স্টেডিয়াম) তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিকামী তরুণদের ধরে এনে সেখানে আটকে রাখা হতো, নির্যাতন করে হত্যা করা হতো। নারীদের ওপর চালানো হতো পাশবিক নির্যাতন। যাদের অনেককে পরবর্তীতে হত্যা করা হয়েছিল। ঠিক কতজনকে এ স্টেডিয়ামের পূর্বপাশের পুকুর পাড়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয় তার কোন সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। বিজয় লাভের কয়েকদিন পর ওই বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।১৯৯১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি নূর মোহাম্মদ বাবুল গণকবরের জায়গাটি চিহ্নিত করে ছোট আকারের একটি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন।

২০১৮ সালে সেখানে বড় পরিসরে স্মৃতির মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নির্মাণকাজ এখনও চলছে।

শেখ জামাল স্টেডিয়াম বধ্যভূমি, ফরিদপুর সদর (ছবি-২)

শিকদার বাড়ি, ফরিদপুর সদর

১৯৭১ সালের ৮ই মে বিহারিদের নিয়ে গঠিত রাজাকারদের একটি সশস্ত্র বাহিনী কানাইপুর শিকদার বাড়িতে আক্রমন চালিয়ে ১৮ জন নিরীহ মানুষকে জবাই করে হত্যা করে । এটি কানাইপুর শিকদার বাড়ি গণহত্যা নামে পরিচিত।